# Jogomaya

GARGI BHATTACHARYA

***

COPYRIGHTED MATERIAL

# যোগমায়া

****

গার্গী ভট্টাচার্য

# My website :

# www.gargiz.com

My semi autobiography in 3 parts has been downloaded more than 60 million times .

The new book Mohanbanshi Nupurdhoni has been downloaded more than 297832 times globally within 48 hours of launch . The book Narayani has also become quite popular . It has been downloaded more than one crore times within two days of uploading .

This makes me happy cause I have no advertisement and people are accepting what I am saying .

ভিঠ্ঠল দেব ও

রুক্মিনী দেবীকে ; এদের আমি ভালোবাসি

অনেকদিন থেকে ।

# যোগমায়া

এই বই হল দেবতার লেখা চিঠি । তাও যে সে দেবতা নন , স্বয়ং পরমেশ্বরের ।

আমি হলাম ওনার দূতী । মেসেঞ্জার । তাই এগুলি আমার কথা বলে ধরবে না । আমি এমন এক যোগিনী যে এসেছি হাটে হাঁড়ি ভাঙতে ।

দেবতা কারা আর কারাই বা রাক্ষস ইত্যাদি ?

যাঁরা সেল্ফলেস্ কাজ করেন ও বিযুক্ত থাকেন আত্মিক রূপে তাঁরাই ঈশ্বর আর যারা স্বার্থপর ও নিজের স্বার্থের কারণে যা ইচ্ছে করতে সক্ষম ও বিযুক্ত থাকে বটেই ও সমস্ত সীমারেখা ভেদ করে যেতে পারে মহাবিশ্বের তারাই হল রাক্ষস বা ডিমন । আর এদের জন্যই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে এত উৎপাত বর্তমান যুগে । যেমন ছোট্ট উদাহরণ আমরা এই দুনিয়াতে কিছু নিয়ম ও সংস্কার মেনে চলি । তা হয়ত নানান কালচারে আলাদা তবে মূলতঃ একই । যেমন আগেকার দিনে যৌনতার টানে মানুষ একটা স্তরের নিচে নামতো না কিন্তু

এখন মায়ের বান্ধবীকেও বিয়ে করে ফেলছে । নিজের যৌন স্পৃহাকে না বেঁধে ফেলে । মনকে আয়ত্ত্বে আনতে হবে । যা ইচ্ছে কি করা যায় ?

ডিমন বা রাক্ষস / পিশাচরা মানব দেহী হলেও এসব করে ও তার স্বপক্ষে নানান আজব যুক্তি দিতে থাকে । এইভাবে মানব সমাজকে নিম্নগামী করতে থাকে । কিন্তু আমাদের ঋণাত্বক স্বভাব ন বদলালে আস্তে আস্তে পশু প্রবৃত্তি জেগে উঠবে । আমাদের এই গ্রহে আসার উদ্দেশ্য উত্তরণ ।

নিচের দিকে নামা নয় । অনেক কষ্টে মানব জন্ম পাওয়া যায় । কাজে কাজেই । আমরা তো শৃগাল অথবা সর্পের ন্যায় বাঁচতে পারিনা মানুষ হয়ে । কিন্তু অনেকেই এরকম করে থাকে ।

তারা কিন্তু এই প্রবৃত্তির কারণে একটা জন্মে শূকর পর্যন্ত হয়ে নিজের মল ভক্ষণ করতে পারে এবং নিজের মাতার সাথে যৌন কর্মে লিপ্ত হতে পারে । বলা হয় কারো সাথেই বেশি সংযোগ তৈরি করা উচিৎ নয় । অতিরিক্ত সংযোগ হলে দুটি আত্মা বিকৃত রূপে একটি দেহ নিয়ে জন্মাতে সক্ষম হয় অথবা পশু রূপে নিজ সহোদরা , পিতা বা মাতাকে যৌন কর্মে লিপ্ত করতে বাধ্য করে । মনুষ্য জন্মের প্রধান কাজ হল বিযুক্ত হওয়া । অথবা সীমার মধ্যে

থেকে আবেগকে চালনা করা । অতি আবেগে ভেসে যাওয়া ঠিক নয় । এর ফল হতে পারে মারাত্মক । ব্যালেন্স । সবকিছুর ব্যালেন্স । এটাই করা উচিৎ ।

ব্রাহ্মণে ভক্তি রখা উচিৎ কারণ তাঁরাই আদতে এই মহাজগৎ পরিচালনা করে থাকেন ।শিব/ব্রহ্মা/দুর্গা/বিষ্ণু/যিশু/মোহম্মদ সবাই এদেরই দ্বারা পরিচালিত । এখন প্রশ্ন হল হু ইজ আ ব্রাহ্মণ ?

এর অর্থ পৈতেধারী কেউ নয় , যার একমাত্র কাজ হল দলিতকে অপদস্থ করা । ব্রাহ্মণের অর্থ হল যেই ব্রাক্তি অথবা পশু ইত্যাদির ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে । দেহত্যাগের পরে এনারা সবচেয়ে উঁচু লোকে চলে যান এবং সেখান থেকে এই মহাজগৎ পরিচালনা করে থাকে যাকে বলা হয় সত্যলোক /ব্রহ্মলোক ইত্যাদি । একটু অহং রেখে দেন পরমেশ্বর জগতের মঙ্গল করার জন্য । আর এনাদের আদেশেই দেবদেবী , গন্ধর্ব, যক্ষ , কিন্নর সবাই চলে । এই ব্রাহ্মণের সাথে পৈতেধারী একটি লোকের কোনো সম্পর্ক নেই । ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ হয়না । ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে হয় সাধনা করে । দলিতের

সন্তান, মুচি মেথরের সন্তানও সাধনায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ- করে ব্রাহ্মণ হতে পারে ।

যেমন আমি আগেই বলেছি যে অনেক অনেক দেবদেবীরা একসাথে জন্ম নিয়েছেন সমস্ত দু:খ-কষ্ট দূর করবার জন্য । এবার আরো কিছু নাম প্রকাশ করছি । এগুলি আমি পরে জানতে পেরেছি ।

**********

| **দেবদেবীর নাম** | |
|---|---|
| স্যাম পিত্রোদা | গণেশের বিকট অবতার |
| জয়ন্ত মুখোপাধ্যায় ( হেমন্ত কুমারের পুত্র ও প্রাক্তন গায়ক ) | (বক্রতুন্ড গণেশের বাহন সিংহ ) |
| রাখী গুলজার | অশ্লেষা নক্ষত্র |
| গুলজার<br>কোয়েল | ভরণী নক্ষত্র<br>মুণি ( দক্ষ কন্যা ) |
| স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দ<br>নিক্ জোনাস্ | শ্রবণা নক্ষত্র<br>কুক্কে সুব্রাহ্মনিয়াম্<br>( নাগদোষ মুক্ত করতে সক্ষম ) |
| মহেশ ভাট্ | কৃত্তিকা নক্ষত্র |
| স্বামী ঈশ্মাআনন্দ | অশ্বিনী নক্ষত্র |
| মেগান মার্কেল | পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্র |

| | |
|---|---|
| কেট্ মিডিলটন্ | উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্র |
| শত্রুঘ্ন সিন্হা | ভিঠ্ঠল ( শ্রী বিষ্ণুর অবতার ) |
| রীনা রায় | রুক্মিনী /শ্রীলক্ষ্মী |
| দীনেশ কে ভোরা | কার্ত্তিকের হস্তী বাহন |
| স্বামী সুখবোধানন্দ | পুনর্বসু |
| অজয় দেবগণ<br>রঞ্জিৎ মল্লিক<br>নিশপাল সিং রাণে | একদন্ত (গণেশাবতার )<br>মহোদর (গণেশাবতার )<br>ধুম্রবর্ণ(গণেশাবতার ) |

**ইহুদিরা যাদের ইদানিং জায়োনিস্ট** নামকরণ করা হয়েছে তারা একবার নয় মোট তিন তিনবার আমাদের সবার জানা যে অত্যন্ত অন্যায় করেছে যার জন্য একবার তাদের গ্যাসড্ হতে হয়েছে মানুষের মতে ক্রুরলোচন হিটলারের হাতে । কিন্তু তারও আগে এই জাতি চালিয়ে গেছে অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক ক্রিয়াকলাপ । এবং এখনও সমানে করে চলেছে । প্রথমতঃ তারা ভগবান যীশুকে বিনা দোষে ক্রুশবিদ্ধ করেছে । এরও পরে গ্যাস চেম্বারে যায় । আবার এখন গাজাবাসীদের ওপরে সমানে বোমাবাজি করে চলেছে । তার একটাই কারণ তারা মুসলিম । অথচ কোথাও যখন জায়গা পাচ্ছিলো না তখন এই ফিলিস্তিনিরাই এদের জায়গা দেয় বসবাস করার । আর ছুঁচ হয়ে ঢুকে আজ ফাল হয়ে বসেছে এই জায়োনিস্টগণ । এদের মধ্যে ধর্মপ্রাণ ইহুদি যারা তাদের রাব্বাইগণ বলে থাকেন যে এই জায়োনিস্টদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই । এরা ইজরায়েলকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে চলেছে । টোরায় অনেক কিছু বলা আছে যা এরা মানছে না । এরা কেবল অসত্য আর শক্তির অপপ্রয়োগের ওপরে ভিত্তি করে দেশটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে ।

আসলে দুনিয়ার বড় বড় বিনিয়োগ সংস্থা ও ব্যাঙ্কের সমস্ত কেরামতি হল এইসব জায়োনিস্টদের হাতে । আর এখানে কেল্লা ফতে । যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ ! এই কন্ট্রোল ফ্রিক্ জাতি এখন জগৎ সংসার কন্ট্রোল করতে চায় । কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয় ।

দুই দিন আগে থাকার কোনো জায়গা ছিলো না আর আজকে সারাটা দুনিয়ার কন্ট্রোল নিতে চায় এই জায়োনিস্ট গোষ্ঠী ।

আর জোর যার আজকাল মুলুক তার । এই অত্যাধুনিক যুগ হল রাহুর যুগ । অর্থাৎ ইলিউশানের যুগ । মায়ায় ভরা যুগ । এখানে সত্যের চেয়ে অসত্য ও যাদুকাঠি ছুঁইয়ে মানুষ ও পশুপক্ষীকে ভ্যাড়া থেকে ছাগল ও সাপ থেকে ইঁদুরে বদলে ফেলার খেলা শুরু হয়েছে । এখানে এখন নিজের মতলবের জন্য বাবাকে কেন মায়ের গর্ভ ও দেহ পর্যন্ত বিক্রি করে দিচ্ছে তাবড় তাবড় দেশ নেতা ও রথীমহারথীরা ।

মায়ের হয়ে দালালি করছে তার সন্তান । বয়স্ক মাকে খুব্জা মাসীতে পরিণত করছে তার প্রাইম মিনিস্টার পুত্র ।

এই চূড়ান্ত ক্ষয়ের যুগে যদি কেউ রুখে দাঁড়ায় তাকে হয় কারাগারে ভরে দেওয়া হচ্ছে নচেৎ তাকে খুন করে লাশ গায়েব করে দেওয়া হচ্ছে । এবং এর মধ্যে একটা বিরাট দল জড়িত । সেই দলের পান্ডা হল এইসব জায়োনিস্টরা । এদের দেখতে বিকলাঙ্গদের মতন কারণ এরা খুব একটা বাইরের লোকেদের সাথে বিয়েশাদি করেনা । অন্য জাতের লোকদের ঘৃণা করে থাকে । এদের অভিধানে দুটি শব্দই আছে মাত্র । নিজেরা আর অন্যরা । এই অন্যদের মধ্যে জগতের সব মানুষ পড়ে । জাতি , ধর্ম , গায়ের রং সব একদিকে আর এইসব শয়তান একদিকে ।

শয়তানের দলও নানাপ্রকার । তাদের খুশি করতে কেউ পশুবলি দিচ্ছে কেউবা জাহাজ বোঝাই করে তৃতীয় বিশ্ব থেকে অসহায় শিশু নিয়ে যাচ্ছে বলি চড়াবার জন্য ।

সম্প্রতি যে উড়োজাহাজ বোঝাই মানুষ ধরা পড়লো ফ্রান্সে সেটাও একই উদ্দেশ্যে যাত্রা করে ভারত অথবা অন্য কোনো দরিদ্র দেশ থেকে । নিজেদের প্রাইভেট যেতে এইসব অসহায় মানুষকে উঝহিয়ে নিয়ে এইসব শয়তানের পূজারীগণ চলেছে দূরদূরান্তে । কেউ টাকা পায় এই ব্যবসা করে আর কেউবা পাওয়ারের আশায় নরবলি দেয় । যেমন আর এস এস নেতারা । সদ্‌গুরু জাগ্গি বাসুদেব ও নরেন্দ্র মোদি নগর বধূ আনন্দী বেন প্যাটেল ইত্যাদি ।

আর জায়োনিস্ট শয়তানের পূজারীরা ক্ষমতাদখলের জন্য ভূতপ্রেত , পিশাচ, ব্রহ্ম রাক্ষসদের তলব করছে এখানে এই ধরায় । তাই গুজরাত থেকে দলে দলে লোক পাড়ি দিচ্ছে আমেরিকায় , মেক্সিকোতে কিন্তু শিশুরা যাদের সাথে কেউ নেই তারাও কি এইভাবে চলেছিলো ?

নরেন্দ্র মোদি এই অতি ইতর ব্যাক্তি ।

নারীসঙ্গ লোভী মানুষ । মিস্ ইউনিভার্স থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধা নগরবধূ প্যাটেল কাকে নিয়ে না নেত্ত্য করছে ?

ডেস্টিনেশান ট্যুরে তারা হোটেলে আনন্দীকে নগ্ন করে নিজেও নগ্ন হয়ে দিন যাপন করে, কোনো প্রেস কনফারেন্স না করা এই অপোগন্ড নেতা । পাবলিকের পয়সায় এই ঘেটো থেকে আসা শয়তান ; যার বাপের কোনো ঠিক নেই একদিন চা বিক্রি করে খাওয়া এই অতি ইতর ব্যাক্তি আজ

বিপক্ষের নেতাদের মনুষ্য মনে করছে না অথচ ভুলে গেছে দেশের মানুষ ভোট না দিলে এই জায়গায় আসতে সক্ষম হতো না । অটলবিহারী বাজপেয়ী একটা সময় বার করে দিতে চেয়েছিলো একে পার্টি থেকে । আর পবনদেবও কিন্তু লাস্টফুল । কোনো দেবতার অনেক কন্যাকে জোর করে ভোগ করতে উদ্যত হয় । তারা রাজি না হলে শাপ দিয়ে দেয় যে সবাই জেন কুব্জায় রূপান্তরিত হয় । আর তারপরও শান্তি নেই । বলে বসে যে -এবার তোমরা চিৎ হয়ে শোও ! মোদি নিজেকে ভগবান বিষ্ণুর অবতার বলতে একটুও দ্বিধা বোধ করছে না । সুরাপানে অভ্যস্ত । লাম্পট্য শিরায় শিরায় । সমস্ত নিয়ম কানুন ভেঙে দিয়ে দেশ শাসন করছে ।

আর স্বামী বিবেকানন্দ আমার গুরু , এই মুখোশের আড়ালে করছে আর এস এস আপিসে শয়তানের আরাধণা ।

তাই রাম মন্দির নামক এই মহাযজ্ঞ যা আদতে এক কুচক্র তা সফল হতে দেবেন না ঈশ্বর । তাঁর ছেলেপুলেরা খেতে পাচ্ছেনা অথচ দেশ জুড়ে ফাজলামি শুরু করেছে এই সরকার । কিন্তু রামমন্দির নাহলেও ভগবান কারো কাছে ঋণী থাকেন না । তার বদলে অন্য কোনো এক বিশাল ধর্মীয় উৎসব করবেন তিনি । সেখানে স্বর্গ থেকে নেমে আসবে অনেক সত্যিকারের দেবদেবী । তাদের দিব্যজ্যোতিই তার প্রমাণ । এটি হবে থিরুভান্নামালাই গ্রামে শ্রী অরুণাচলেশ্বর মন্দিরে । কারো মনে কোনো সংশয় থাকলে অনেক অনেক জেনুইন সাধুসন্ত আছেন সারাজগতে আপনারা ভেরিফাই করে নিতে পারেন ।

এভ্রত হবে হরপার্বত্তীর মিলন । এই কলিযুগে । শিবের রুদ্র অবতার ভবের সাথে তারই অন্য অংশ অম্বিকার

স্পিরিচুয়াল বিবাহ হবে । সেখানে দীক্ষা নেবেন স্বয়ং বিল গেটস্ ও জেফ্ বেজোজ্ রুদ্র অবতার ভবের কাছে । অর্থাৎ ইরানের ক্রাউন প্রিন্স রেজা পাহ্লভি ২ বা জেনেরাল কাশেম সোলোমানি ।

সে এক মহা অনুষ্ঠান । সারা দুনিয়া থেকে মহাআরা ও সাধারণ মানুষেরা আসবেন সেখানে ।

দেবতাদের কাছে যা বর চাইবে তাই পাবে সেখানে কারণ ভগবান আমাদের দেখাবেন সত্যিকারের রাম রাজ্য বলতে কি বোঝায় আর রাম ও রহিম বা শিবে কোনো তফাৎ নেই ।

আর পুণ্যভূমি অরুণাচল পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে মানুষ মানসিক শান্তি পেতে সক্ষম হবে ও নানান মিরাকেল যাকে বলে তার সম্মুখীন হয়ে ঈশ্বরে আবার বিশ্বা করতে পারবে । বিশ্বাসই একটা পাথরকে দৈব করে । কাজেই সেই বিশ্বাসের নদীতেই আবার পা দিতে হবে ।

কারণ ভবই পারবেন একমাত্র এই ভবসাগর এর তরী পার করাতে ।

অনেক অনেক বড় বড় ও গুণী মানুষের সমাবেশ হবে সেখানে যা আদতে লোকে ভেবেছিলো অ্যাযোধ্যার রামমন্দিরে হবে ।

ওটা রামের নয় , শয়তানের মন্দির !

কিন্তু দেবাদিদেব কাউকেই নিরাশ করেন না তাই অন্য ব্যবস্থা করে দেবেন ।

আজকাল যদিও লোকে গোদি মিডিয়া বলে ভারতের মেনস্ট্রিম মিডিয়াকে সম্বোধন করে থাকে কিন্তু আমার মনে হয় এই মিডিয়া বহু আগেই তার সতীত্ব হারিয়েছে। অন্ততঃ আমি সেরকমি দেখেছি। একটা শ্রেণীর ক্ষমতাশালী মানুষ এই মিডিয়াকে কন্ট্রোল করে থাকে। বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষেরা সুবিধে পায়। আর এদের পদলেহন না করলে বদনাম, নোংরা ইঙ্গিত, কুৎসিত কথা বাজারে ছড়াতে আরম্ভ করে। এই ব্যাধি এতদূর অবধি বাসা গেড়েছে যে অত্যন্ত সরল ও ভালোমানুষকেও শয়তান, রেপিস্ট, টেররিস্ট, পেদফাইল ইত্যাদি ভূষণে ভূষিত করে দেওয়া হয়। এরমধ্যে একটা শ্রেণী হল কিছু সো কলড্ সোসাইটি গার্ল ও হাই ক্লাস বেশ্যা আর তাদের চেলাচামুন্ডা যাদের পোষাকি নাম জার্নালিস্ট আর আরেকটা শ্রেণী হল রাজনৈতিক দলভুক্ত ও শয়তানের আরাধনা করা কিছু পলিটিক্যাল ফিগার।

এদের ভজনা, পদ অর্চনা, পয়সা দিয়ে পেট ভরানো ও ক্ষেত্র বিশেষে যৌন ক্ষুধা না মেটালে পতন অবশ্যাম্ভাবি।

সদ্গুরু জাগ্গি বাসুদেব হল এইরকম এক ব্যাক্তি। আকা প্রমোদ মহাজন। বিজেপীর হিট্ম্যান। এখন নিজেই মরে ভূত হয়ে গেছে নাড়িভুঁড়ি বার হয়ে পচে গলে। ওর দায়িত্ব পালন করে চলেছে ওরই ভ্রাতা সে নাকি ওর যমজ ভাই বলে শোনা যায়। আর সমস্ত বদনাম যায় দাউতদ ইব্রাহিমের ওপরে। কিছু হলেই তার নামটা জুড়ে দিলেই হল!

এই শয়তান প্রমোদ মহাজন শ্রীদেবীর স্বামী বনি কাপুর যিনি নিজেও শিবের এক অবতার তাঁকে দিয়ে নারী পাচারের ব্যবসা ইত্যাদিতে নাম দিয়ে নিজেকে সেফ্ সাইডে রেখে

কাজকারবার করে গেছে । এই লোকটি এরকমই । অন্যকে দিয়ে সব দুনম্বরী কাজ করায় । যাতে ধরা পড়লে সে পড়ে ও তার বদনাম হয় । তারপর তুকতাক আছে কিসের জন্য ? তাকে পরে ফট্ করে মেরে ফেলবে না ?

কে বুঝবে ? এই সায়েন্সের যুগে , রাহুর যুগে সবাই লজিকের মুখোশেই বেশি স্বচ্ছন্দ । কে ওসব ছাইপাশ মানে ? আর সেই সুযোগে ঘ্যাচাং ফুস্ ! গর্দন কেটে ফেলো !

দেশের লোকের টাকা লোটো । হোটেলে হোদোল কুৎকুৎ দিদিমণির সাথে বিবস্ত্র থাকো , কেউ প্রশ্ন করলেই ব্যাস্ , শয়তান , ব্রহ্ম রাক্ষস, পিশাচ এরা সবাই এসে পড়বে এখন ! আর মোহন ভাগবৎ যার নাম ভাগবৎ আদতে শয়তানের চাচাতো ভাই সেই লোকটি নিজেকে বলে অবিবাহিত কিন্তু কটা বেশ্যালয় চালায় তা কেউ জানেনা । ইসরোতে আজকাল আর সায়েন্স হয়না হয় তুকতাক, কালীপুজো । তাও অত্যন্ত নিম্নমানের । কাপালিক ডেকে এসব করে মঙ্গলে মহাকাশ যান পাঠায় এই সমস্ত নেতা । কোন বিজ্ঞানী আজকাল পুজো করে মহাকাশ যান পাঠায় ? আদতে পুজো করলে তাও হতো কিন্তু এরা করে তন্ত্র মন্ত্র যাতে সেই যান গিয়ে ওখানে ল্যান্ড করতে পারে ।

এখানে বিজ্ঞান মৃত । সায়েন্স দিয়ে নয় ইলিউশান দিয়ে এগুলি হয় । একদিন নাসা সব বার করবে দেখবে খন । এদের শয়তানি । ধর্মের নামে বকধার্মিক হয়ে সবাইকে কন্ট্রোল করা বার করে দেবে স্বয়ং মহাকালী !

কাজেই চাঁদে ভারত পা দিয়েছে কোনো সায়েন্টিফিক্ অ্যাচিভমেন্ট নয় এ হল আর এস এস এর তন্ত্র মন্ত্রের খেলা

। কিন্তু তন্ত্রমতে ম্রিত মানুষকে জীবিত পর্যন্ত করা যায় । সেই বিদ্যাও মানুষ জানে । তবে কি কেউ মরবে না ?

হ্যাঁ মরবে কিন্তু তফাৎ হল এই যে ঐ মায়া কায়া বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায়না । সেরকম এদের এইসব মায়া বিদ্যাও বেশিদিন স্থায়ী হবেনা । লোকের সামনে বার হয়ে আসবে ।

পুরাণ ও ইতিহাস থেকে জানা যায় যে লোভাতুর ও কামাতুর ব্যাক্তিরা কোনোদিন চিরস্থায়ী আসন লাভে সক্ষম হয়না । তাহলে সৃষ্টি বিনাশ হয়ে যাবে । তাই এবার জগতে ব্যালেন্স ফিরিয়ে আনার জন্যই এদের সরে যেতে হবে ।

আমাকে মারতে হেন কোনো কালো জাদু করা হয়নি যা পৃথিবীর লোকের জানা নেই । একজন অত্যন্ত বিচক্ষণ মানুষ আমাকে বলেছেন যে কোনো সাধারণ মানুষের দেহ হলে এতদিকে এটা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতো ।

কাজেই বোঝা যায় যে এইসব লোকেরা সাধারণ মানুষের ওপরে কি কি প্রয়োগ করে থাকে ।

ডার্ক ফোর্স দিয়ে করা যায়না হেন কোনো কাজ প্রায় নেই ।

ইজরায়েলের মোসাদের একটা বিরাট অংশ এসব নিয়ে কাজ করে থাকে । ওদের গবেষণাগারে বিজ্ঞানীদের দিয়ে মানুষ মারার ফর্মূলা তৈরি করে তাতে শত্রু নয় সাধারণ লোককেও মারে ওরা । যেমন গাজায় এখন করছে ।

দুনিয়ার বেস্ট ব্রেন আর আজকাল মানব সমাজের ভালোর জন্য কাজ করেনা । বেশিরভাগই অর্থ, দৈহিক ও যৌন সুবিধা ও লোভের নানান বস্তুতে আকৃষ্ট হয়ে মানুষ মারার

কলে যুক্ত হয়ে পড়ে নিজের নীতি ও নিয়মকানুনকে একপাশে সরিয়ে ।

আর অন্যদিকে আরেক দল বসে বসে মজা দেখে ।

আমেরিকা যেমন অস্ত্র শস্ত্রের ব্যবসা করে কারণ যুদ্ধ ওদের একধরণের উপার্জনের রাস্তা । কিন্তু অস্ত্র মানুষের রক্ষার জন্য তৈরি করা হয় । ব্যবসা করার জন্য কি ? যে অস্ত্র বেচে সদ্‌গুরুর মত কিছু কামিয়ে নেবো ? আসলে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে এইসব হয়ে চলেছে ।

পশ্চিম দেশগুলি এমনিতেই যক্ষ ইত্যাদিদের দেশ । তাই এরা শুধু ভোগের কথা বলে । আর রাহুর দ্বারা চালিত ।

রাহুর অর্থ হল ইলিউশান ও সায়েন্স ও ইলেকট্রনিক্স এর বাড়বাড়ন্ত । অর্থাৎ মায়ায় আটকে পড়া ।

এর দার্শনিক ব্যাখ্যা হল এই যে ভগবান আমাদের বোঝাতে চান যে রাহুর প্রকোপে পড়ে বুঝবে যে কিছুই স্থায়ী নয় আর তখন কষ্ট হব এআর সেইসময় তুমি স্থায়িত্ব এর সন্ধানে যাবে ও মোক্ষপথে আসবে । সেটা করবে কেতু । কেতু হল মোক্ষ কারক গ্রহ । কিন্তু সেই সময়টা অনেকটা সময় । আর তার মধ্যেই এই যক্ষ প্রজাতি নিজেদের জীবন কাটিয়ে চলে নানান ভোগের মধ্যে দিয়ে । তারা ঈশ্বরের থেকে শতহস্ত দূরে বাস করে । কেউ কেউ থাকে যারা হয়ত বা সেদিকপান যেতে চায় তবে সিংহভাগই ঈশ্বর বিমুখ থাকে ও ভোগবিলাসে জীবন অতিবাহিত করে । কিন্তু তারা কোনো মন্দ প্রজাতিও নয় সেইভাবে দেখলে । তবে মায়ার জালে আবদ্ধ হয়ে ওরা শুধু নিজেদের দৈহিক ও পার্থিব

আয়েসের কথাই মনে করে । আধ্যাত্মিক উত্তরণ নিয়ে মাথা ঘামায় না অথবা তাকে গুরুত্ব দেয়না ।

আর দরিদ্র দেশগুলির কিছু সুযোগসন্ধানী এই পশ্চিমা দেশে এসে সমস্ত কিছু লুটেপুটে নিয়ে সবার মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে চায় । সেক্স, ড্রাগস্। মানি । পাওয়ার । এইসব আয়ত্ত্বে আনলে আমাদের তৃতীয় বিশ্বের জনগণকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সব ভোগ করার সাথে সাথে তাদের ঠেলে দেওয়া সম্ভব এক গহীন আঁধারে যা থেকে তারা কোনোদিনই আর বার হতে পারবে না । তাতে তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি তো হবেই না যা ভারতের মতন দেশের বড় সম্বল এত মুণি ঋষিরা আমাদের দেখিয়ে গেছেন আর যক্ষত্ব অর্জনেও বাঁধা পড়ে যাবে । কাজেই রাহু তো যাবেই সাথে সাথে কেতুকেও নাস্তানুবুদ করে মস্তকহীন থেকে ধড়হীন করে ফেলা হবে ।

এই হল বটমলাইন । কিন্তু এখন এসে গেছে এত্তো দেবদেবী । স্বয়ং পরশুরাম । জায়োনিস্টরা যা শুরু করেছে আর ভারতের মিনি জায়োনিস্ট , ধর্মের মুখোশ পরা বকধার্মিক আর এস এস ও তার সাঙ্গপাঙ্গ যে এবার সমূলে এদের তুলে ফেলার সময় এসে গেছে ।

সিং নেই তবু নাম তার সিংহ কেবল একটাই রাজকীয় পশু নয় এরকম আসুরিক প্রাণী আরেকদল আছে । তাদের মাথায় সিং আছে কিন্তু বলে দানব বা অসুর । আমি নিজে দেখেছি তাদের । তারা এই জগতের দখল নিতে খুবই আগ্রহী আর তাদেরই এজেন্টের মাধ্যমে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি করে চলেছে ।

**ইট ইজ আ স্পিরিচুয়াল ওয়্যার । এটা ধর্মযুদ্ধ । ভারতে একইসাথে অনেক অনেক আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে । এটাই প্রমাণ করে ন্যায়ের চাকা ঘুরছে । মানুষ সব লক্ষ্য করছে । কেউ বোকা নয় । চুপ করে আছে । ইডির রেডের ভয়ে নয় সময়ের অপেক্ষায় । সবকিছুর একটা সময় আছে ।**

**এরাই আসল শক্তি । ঈশ্বর , শয়তানের বিরুদ্ধে এই ম্যাসকে ক্ষেপিয়ে দেবেন । আর ভীড়ের কোনো মুখ নেই । চেহারা নেই ।**

আমাকে প্রতিমূহুর্তে গালিগালাজ করছে , মোবাইল হ্যাক করছে , ভয় দেখাচ্ছে কিন্তু আমার একটা বাল পর্যন্ত বাঁকা করতে পারবে না এই শয়তানের দল ।

কারণ আমাকে রক্ষা করছেন স্বয়ং অরুণাচল !! পরমেশ্বর ।

আর করবেন নাই বা কেন ? আমি যে সারেন্ডার করেছি ! ওনার চরণে ! তোমরা করো । তোমাদেরও করবেন ।

**********

এই ব্রহ্ম রাক্ষস, পিশাচও একদিন মোক্ষ লাভ করতে সক্ষম হবে । কিন্তু তারও একটা সময় আছে । ঐ যে বললাম , সময়ে সব হবে । বৌদ্ধ্য ধর্মে তাই যখন প্রেত তাড়ানো হয় অর্থাৎ এক্সজরসিজম্ করা হয় তখন অত্যন্ত কোমলস্বরে প্রেতাআর সাথে বাক্যালাপ করা হয় কারণ এক তো তার মধ্যেই আছেন পরমেশ্বর আর দ্বিতীয় তো সেও একদিন বুদ্ধা হবার সৌভাগ্যলাভ করবে । তাই তাকেও যথেষ্ট ইজ্জৎ দিয়ে থাকেন বুদ্ধিস্ট মঙ্কগণ ।এখানে আমি এক ছত্র না লিখে পারছি না । এটি হল দশমহাবিদ্যার এক মহাবিদ্যার

মন্ত্র আরকি ! বগলামুখী মায়ের মন্ত্র --**তু বশীকরণী , তু শত্রু বুদ্ধিনাশিনী , তু পীতাম্বর দেবী , তু ব্রহ্মাস্ত্র রূপিণী**

**জয় হো জয় হো মা বগলামুখী !**

## যেভাবে ভারতের ঘাড়ে নাশকতার ভূত চেপেছে তাই দেখে এমনটাই বোধ হচ্ছে ।

এখানে বলে রাখি ক্রিকেটের গড্ শচীন তেন্দুলকর আদতে একটি ডিমন । তাই খেলোয়াড় নারীদের চরম অপমানে অথবা কপিলদেব/সৌরভ গাঙ্গুলীদের বিজেপী সরকার বিশ্বকাপে আমন্ত্রণ না করলেও সেই আসরে হাজিরে হয়ে নকল জাগ্গি বাসুদেবের সাথে গল্পে ব্যস্ত্ এই সুযোগসন্ধানী ব্যাক্তি যে কামের কামড় খেয়ে প্রায় আন্ডার এজেই এক অত্যন্ত বয়স্ক যুবতীকে বিয়ে করে বসে সমস্ত সামাজিক শিষ্টতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সেই স্বার্থপর মানুষের সাথে এবার এমন কিছু হবে যা অত্যন্ত নির্মম । এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হবে এই লাইনগুলি :বদ্ধ উন্মাদ, লৌহশৃঙ্খলে বন্দী শচীনের জন্য ; **গড্ অফ্ ক্রিকেট চেন্ড ফর ইন্স্যানিটি।**

এই মানুষটির একটি কথাই অনেক গুরুত্ব বহন করে ভারতের মতন অশিক্ষা ও কুশিক্ষার দেশে - অথচ লোকটি কতগুলি আজেবাজে বিষয় নিয়ে টুইট করতে অভ্যস্ত । মালদ্বীপ নিয়ে টুইটের বন্যা না বইয়ে সত্যিকারের সিরিয়াস জিনিস নিয়ে বক্তব্য না রাখার কারণে ও জীবনে সবপেয়েছির দেশে পৌঁছে মানুষের হিতার্থে কাজ না করে ছ্যাবলামো করা ও ক্রিমিন্যালের সাথে দোস্তির -( জাগ্গি আকা প্রমোদ

মহাজান , ফল্‌স্‌ জাগ্লি , জ্জাগ্লির ভাই , প্রমোদের ভাই ) কারণে ভগবানের মার পড়বে এর ওপরে । শচীন তেন্ডুলকর ভুলে গেছে যে সে এমন একটি খেলা খেলে বিখ্যাত হয়েছে যা দ্‌নিয়াতে মাত্র গুটিকতক দেশই খেলতে অভ্যস্ত ।

প্রতিযোগিতা কি সত্যি কোনোদিন হয়েছে আন্তর্জাতিক স্তরে দাদা ?

আর গড শব্দটি একটি সুবিশাল শব্দ । যার কভারেজ সম্পর্কে সম্ভবত: মাধ্যমিকে ধ্যাড়ানো এই ব্যাক্তির কোনো ধারণাই নেই ! তাই নিজের সাথে গড্‌ ট্যাগ সেঁটে যাওয়াতে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে । তাই কি ? সুনীল গাভাসকর নম্বর টু সাহেব ?

কলকাতাকে মনে পড়ে ? নো কপিল নো টেস্ট ? আর আমি এসেছি কলকাতা থেকে । আমার রক্তে খেলা । আমি আপনার পত্নী নই যে বডিলাইন বল আর ছক্‌কার তফাৎ বোঝেনা । গালিতে ফিল্ডিং কখন রাখা হয় আর কেনই বা স্পিনারদের ইউজড্‌ বল দেওয়া হয় তার কারণ জানেনা ।

আপনার চিত্রতারকাদের সাথে কিসব স্ক্যাম ছিলোনা ?

শিল্পা শিরোদ্‌কর শিরোদ্‌কর গন্ধ পাই ?

গড্‌ শব্দের সাথে অনেক দায়িত্ব আসে মিস্টার বাঁটকুল ।

শোভা দের অবজার্ভেশানই সার্থক !

শচীন তেন্দুলকরের গলার স্বরটা কেমন মিকি মাউসের মতন । আপনার যা পয়সার খাই , ব্যাসিক্যালি তো ডিমন

আপনি আর জানেন কি করে মিডিয়াকে ম্যানুপুলেট করতে হয় তাই আমার মনে হয় মিস্টার গুডি গুডি বয় আপনি হলিউডে যোগাযোগ করুন ভয়েস ওভার আর্টিস্ট এর জন্য । মিকি মাউসের ভূমিকায় কাজ পেয়েও যেতে পারেন আর টাকাও খুবই ভালো পাবেন । তখন দেখবো কেমন আপনি এত সহজে গড্ হয়ে যান । কারণ ওখানে প্রতিযোগিতা বিশাল । মাত্র ৫/৬ টা দেশ একটা বল নিয়ে ছক্কা আর চৌক্কা মেরে গডত্ব পেয়ে যায়না ।

এদিকে জাহ্নির গল্প শোনো । বিরাট খবর । গসিপ্ না ।

এই যে পিশাচসিদ্ধ  এই লোকটি এত মানুষকে মেরেছে চিতাবাঘের মতন আক্রমণ করে পেছন থেকে চুপিসারে মল ভক্ষণ করা পিশাচের সাহায্য নিয়ে এবার এক জন্মে ওর নিজের থেকে মল বার হতে থাকবে । ক্রমাগত । ওর অন্ত্র সব সময় মলে পরিপূর্ণ থাকবে । একের বেশি জন্মও হতে পারে । নিজের থেকে বিষ্ঠা বার হবে । আর তা ডাইরিয়া নয় । নরম মল । এবং তা অ্যান্টাও গ্র্যাভিটি শক্তি হবে ও ওপরের দিকে উঠে ওর মুখে ঢুকে পড়বে । এই আজব ক্রিয়া দেখে বিজ্ঞান অবাক হয়ে যাবে । ও এ-আই লগানো সুগন্ধে ভরপুর পোষাক পরে ঘুরবে । ডেটিং , কাজ কর্ম, ভ্রমণ সর্বত্র ওর এই বিড়ম্বনা ভোগ করতে হবে । বাসায় এসে ঐ পোষাক বা জ্যাকেট খুলে ফেললেই দেখবে সারা দেহে মল মাখা ও অস্বাভাবিক দুর্গন্ধে টেঁকা দায় ।

অদেখা পৈশাচিক শক্তির জোরে মানুষকে অতটাই অত্যাচার করেছে এই ব্যাক্তি যে আমাদের একটা সময় এমন মনে হয়েছে দিনের পর দিন । এবার ওর পালা ।

যা দেবে তুমি মহাজগৎকে তাই ফিরে আসবে তোমার কাছে কারণ ভাবলেও যে তুমি অন্য কাউকে দিচ্ছো আদতে দ্বিতীয় ব্যাক্তি কেউ নেই । একজনই আছেন যিনি স্বপ্ন দেখছেন । আমরা সেই স্বপ্নের চরিত্র । আর মায়া আয়নাতে ঢিলে মারলে বাস্তবে কিছু নাহলেও স্বপ্নে কিন্তু সেই তোমার দেহে এসেছি কাচের টুকরোগুলি আঘাত করবে আর হাতপা কেটে যাবে ।

অসম্ভব অহঙ্কারী ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ঘৃণা করা , কমিউনিস্টদের ঘৃণা করা অভিনেতা ভিক্টর ব্যানার্জ্জী সবাইকে তুলোধনা করতে অভ্যস্ত অবশ্যই মুখোশধারণ করে । ইরফান খানের মতন অভিনেতাকেও বাদ দেননা এই বিজেপী সাংসদ । ইংলিশ বই করা ও জমিদার বংশের মানুষ আর কাউকে মনিষ্যি জ্ঞান করেন না । তাই অসংখ্য ডিগ্রী থাকলে মনে হয় আদতে লোকটি একটি শিক্ষিত পাঁঠা ।

সিনেমা জগতের কারো সাথে মেশেনা । কথা বলেনা । সবসময় অপ্ করে থাকে । সবাইকে জাজ্ করছেন এই বোঙ্গালী উমেশ বোন্নার্জির ( ব্যানার্জ্জী ) বংশধর নিতান্তই এই অহঙ্কারী যক্ষ । এই ভদ্রলোক ( ?) এর ফিউনেরাল এর সুযোগ দেবেনা স্বয়ং ধর্মরাজ । একজন অত্যন্ত ট্যালেন্টেড্ অভিনেতা অথবা অমিতাভ বচ্চনের মতন একজন ট্রু আর্টিস্ট যিনি মানুষ চিনতে অক্ষম বলে সাবধানে থাকেন তাঁর সম্পর্কে কতগুলো চটুল জার্নোর সাথে বসে নোংরা

জিনিস বাজারে প্রচার করার অপরাধে এই লোকটি কুমায়ুনের জঙ্গলে চিতার পেটে যাবে ।

আর এর হজম হওয়া দেহ যখন চিতা মল হিসাবে ত্যাগ করবে তা ততক্ষণাৎ ভক্ষণ করে নিয়ে যাবে পৈশাচিক সত্ত্বারা জাতে এইসব পাপীতাপীর ডি-এন-এ পড়ে পৃথিবী আবার পারে ভরে না ওঠে ।

আনন্দী বেন প্যাটেল বিদেশে শক্তির জন্য কাজ করেছে অর্থের লোভে- আর বিজেপী ও নরেন্দ্র মোদিকে নষ্ট করেছে । ওকে লোকে চূড়েল বলে ।

দ্রৌপদী মূর্মুকে নরেন্দ্র মোদি করমন্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় হত্যা করেছে । এই মহিলা এখন ডিজিট্যালি জীবিত ।

বাজারে এর বডি ডবলও থাকতে পারে । সাদ্দাম হুসেনের মতন ।

কাশেম সোলেইমানির কাজিনরূপী পত্নীর কথা লোকে জানতে সক্ষম হবে । জানবে যে ওরা আমেরিকার বিরুদ্ধে এত গলা বাজিয়ে তাদের থেকেই ব্লাড মানি নিয়েছে । তারপর দুই মেয়ে জেইনাব্ ও নার্গেসকে ইরানের জনতা পতিতালয়ে দিয়ে আসবে । এরপরে মধ্যপ্রাচ্যে একটি প্রোভার্ভ চালু হয়ে জাবে । সমস্ত দালাল ও খদ্দের বেশ্যাদের প্রশ্ন করবে , আর ইউ এনি হাউ রিলেটেড টু দা গ্রেট জেনেরাল কাশেম সোলেমানি ?

এরপরে লোকে জানতে পারবে যে তাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা হয়েছে এবং এহল আদতে ইরানের শাহের পুত্র ও

আমেরিকার লোক । তখন কবর থেকে ওর নকল দেহ বার করে জ্বালিয়ে দেবে ।

গত জন্মে যে আমাকে ও এত অপমানের দিকে ঠেলে দেয় সেসব ওর কাছে ফিরে আসবে এবার । তখন তো একবারও বলেনি যে মেয়েটি ওর ছিলো জলন আমার বাবা /মা /পরিবারকে এত অপদস্থ করে আমাদের প্রজারা । তাই ঐ কর্ম এবার ওকে ধরবে । শুরু হয়ে গেছে তো । সবাই বলছে যে , কাশেম সোলোমানি দেহ কোটলেট হয়ে গেছে । অর্থাৎ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে । কেউ একটুও সম্মান দিচ্ছেনা একজন সেনাপ্রধান হিসেবে । এগুলি লেখার এই কারণ যে কর্ম তোমাকে ছাড়বে না । এই জনমে না হলেও পরজন্মে ঠিক ধরবে । সারাটা জীবন স্বার্থহীন কাজ করেও আজ ওর এই অবস্থা হবে ।

গতজন্মে যেমন কঙ্কনা সেনশর্মা ও শ্রীদেবী আমার দুই বোন ছিলো । একজন নিজের বোন অন্যজন কোনো পরিবারের লোকের জারজ সন্তান । তো তার মধ্য ঐ জারজ সন্তান শ্রীদেবীকে আমার মতনই দেখতে ছিলো হবুহু । তারই সাহায্য নিয়ে অবশেষে এই প্রমোদ মহাজনকে মারা হয় গতজন্মে ।

এই কারণে এই জন্মে এই মহাজন আকা ফলস্ জাপ্পি শ্রীদেবীকে জাপানি সর্প মামুশীর বিষ দিয়ে হত্যা করে । আর প্রমোদ ছিলো সাপের এক্সপার্ট । এইসব বিষ সম্পর্কে সেসবই জানতো । সবই বার হবে ধীরে ধীরে ।

আর রাহু/ কেতু/শনিদেব ও মঙ্গল এইসব শুনলে লোকে ভয়ে কেঁপে ওঠে । কিন্তু তাঁরাই যখন নারায়ণমূর্ত্তি , রতন

টাতা , বিকে শিবানী , অজিত ডোভালের মতন মানবদেহ ধারণ করে আসেন তখন আর তত ভায় লাগেনা তাইনা ?

এরং এই তেন্দুলকর আর ভিক্টর ফিক্টর ভয়াবহ । কি বলেন বন্ধুরা ?

চীন দেশের সম্পর্কে ভারত অনেক অনেক মন্দ কথা ইদানিং বলেছে । অনেক মানুষকে চৈনিক গুপ্তচর বলে অপমান করা হয়েছে কিন্তু সম্প্রতি চীনাম্যানদের আর এস এস দপ্তরে ভ্রমণ খুবই আশঙ্কাজনক । শত্রু দেশ যা শোনা যায় অনেক সেনাদের হত্যা করেছে , বাফার জোনে ছাউনি গেড়েছি ইত্যাদি তাদের দেকে এনে বিশেষ খাতির করা চোখে লাগে ।

এদিকে ইকোনমিক টাইম্‌সে খবর ছাপা হয়েছে সম্প্রতি যে রুশ দেশ , ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে তারা নাকি উইক্রেনে অস্ত্র শস্ত্র বিলিয়েছে যাতে ভারতীয় শীলমোহর লাগানো । ভারত নাকচ করেছে ।

হয়ত এগুনো সেই কাতারের গুপ্ত গুপ্ত নৌসেনার রহস্যময় অস্ত্রপাচারের ঘটনার মতন কারবার । কে জানে ?

ঈশা ফাউন্ডেশানের আপিস্‌ থেকে চলে গেছে উইক্রেনের সেনা ছাউনিতে !

সে যাইহোক্‌ না কেন , চীন দেশে্‌ক একবার পাকিস্তানের থেকে অনেক বড় শত্রু বলে ফেলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ ভীষণ মুস্কিলে পড়েন । সদা সত্য কথা বলা তো কলিযুগে বারণ ! উনি মুখ ফস্‌কে বলে ফেলেন । আর আজকে দেখো সেই চীনাদেরই কতনা তারিফ হল !

সে তো হতেই পারে প্রতিবেশী দেশের কিন্তু তাকে বন্ধু হতে হবে ! তবে চীনারা কিন্তু কোভিড জীবাণু ছড়ায়নি ।

এর কান্ডারি হল ইজরায়েল । সেই জায়োনিস্ট ।

চীনদেশ থেকে এগুলি ছড়িয়ে দিয়েছে হয়ত যাতে চৈনিকদের বদনাম হয় সারাটা জগৎ জুড়ে ! ওরে আমার ইহুদি শয়তান ! মানুষের মাংস ভক্ষণ করা , মল খাওয়া জায়োনিস্ট রাক্ষস !!

গাজা থেকে শোনা যাচ্ছে নিহত লোকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে নিয়ে যাচ্ছে এরা । রক্ষকূল বধূরা ও বঁধুরা হয়ত পার্টিতে খাবে , শ্রীরাচা সস্ ও বার্বিকিউ চিকেন ড্রামার্স আর সবুজ সতেজ গডেস্ সালাদ্ দিয়ে । কে জানে ?

একটা পুরো নগর ধূলিসাৎ । শিশুরা মা ও বাবার হাত-পা আর নরমুন্ডি নিয়ে ফুটবল খেলছে এবং অসংখ্য বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও গোলাবারুদে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হারানো অসহায় মানুষ একবিন্দু জলের জন্য পরিত্রাহি চীৎকার করছে । কারণ একটু ভালোমানুষি দেখিয়েছিলো একদিন তারা এইসব বাস্তুহারা ইহুদিদের যাদের হাতে আজও লেগে আছে মহাত্মা যিশুকে ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যা করার মতন নির্মম অপরাধের ছাপ ! আর হিটলার তাদের কোনো অপরাধের জন্য সাজা দিয়েছিলো সেসব গলা বাজানো তো অনেক অনেকদিন ধরে চলেছে । এই ভিকটিম্ কার্ডটা এবার ফেলে দিয়ে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতি বদলে ফেলে শান্তির দিকে পা না দিলে সমূহ বিপদ । নচেৎ ধ্বংস চলবেই । গাজায় নাহলে গীজায় নয়ত কোনো গীর্জায় । চলবে গণহত্যার মিছিল ,

গোলাগুলি আর বিস্ফোরণের স্রোত এবং নরখাদকদের নৃশংস বিষবৃক্ষ তলে নাচন কোদন । অমার্জনীয় অপরাধের

ঊট ক্রমাগত চাপা পড়তে থাকবে পিপীলিকার সুপরিকল্পিত পদচালনার আড়ালে ।

আর সমানে ব্যাক গ্রাউন্ডে বাজবে ইদানিং গ্লোবাল হওয়া বলিউডি সংগীতের মূর্চ্ছনা , কানফাটানো শব্দে ; শব্দ দূষণের সমস্ত মাত্রাকে কাঁচ কলা দেখিয়ে ।

**দোস্তো সে পেয়ার কিয়া , দুশমনো সে বদলা লিয়া**

**যো ভি কিয়া হামনে কিয়া , শান্ সে !!!**

কারণ প্রমাণ তো নেই নেই !! আর কেউ প্রমাণ খুঁজতে গেলেই ঘ্যাচাং ফুস্ ।

মোসাদের প্রাক্তন চিফ্ কি বলেছেন ? মীর দাগানি ?

কেউ একবার মোসাদের র‍্যাডারে এসে গেলে চাঁদে গেলেও পার পাবেনা !!

দুনিয়াটা তো মানুষের থাকার জায়গা মিস্টার দাগানি ?

ভূত প্রেত , পিশাচ , রাক্ষস, ব্রহ্ম রাক্ষস ,অসুর আর দৈত্য, দানবের জন্য নয় তাইনা ?

তবে চাঁদের কথা আসছে কোথার থেকে দাদা ?

**আপনি কি রোজ অতলান্ত থুরি মহাকাশ পার করে আপিস্ করেন নাকি ? জানা ছিলো না !**

অভিনেত্রী অপর্ণা সেন যে আদতে দশ মহাবিদ্যার দেবী ধূমাবতী সে তো সকলে জেনেই গেছে । তান্ত্রিক এই দেবী যুক্ত সমস্ত অলক্ষ্মীর সাথে । অনেকে ওনাকে যুক্ত করে থাকেন নিতৃত্তির সাথেও । এই দেবীর কাজ হল সবকিছু যা আমরা লক্ষ্মী মনে করিনা তাকে চালানো । অর্থাৎ ফিলোসফি মতে সবকিছুই সেই পরাব্রহ্মের অংশ ।

তা গোবরই হোক্ কিংবা , ধূমপান , মদ্যপান , গোলাপের বাগিচা , অপরিস্কার স্থান , মহাশ্মশান , বৈধব্য , অকাল মৃত্যু সবকিছুর ভেতরেই বসবাস করেন দেবীরূপী আমাদের মা । কিন্তু অপর্ণা সেন তো খুবই আধুনিক ।

তবে উনি কিন্তু মা ও বাবার সামনে ধূমপান করেছেন ।

বহুবিবাহ করেছেন । এর অর্থ হল এইটা দেখাতে চেয়েছেন যে সমাজের তথাকথিত নিয়মগুনো না মেনে চললেও যদি কেউ সৎ ও সাহসী হন তাহলেও ঈশ্বর লাভের পথ মিলেই যায় । ভড়ং ও ঠগবাজি ত্যাজ্য । শঠতা ও ম্যানিপুলেশান ত্যাগ করে আদতে এগিয়ে যেতে হবে । কেউ ফেলনা নন মহাশক্তির কাছে আর তার দুয়ারে যেতে চাইলে সুযোগ আসবেই । এবার ওনার পূর্বজন্ম সম্পর্কে একটু জানাই । উনি ছিলেন পরম ভক্তের পরিবার ত্রিবাঙ্কুরের রাজপরিবার যাঁরা ভগবান বিষ্ণুর নামে রাজ্য চালাতেন , মহারাজারা নিজেদের পদ্মনাভদাসা বলে অভিহিত করতেন ঐ বংশের রাজবধূ ও আমার মা । মহারাণী । রাজনন্দিনী ভগবতীর মা । আর ওনার বর্তমান ও তৃতীয় স্বামী শ্রী কল্যাণ রায় জিনি সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইংলিশের অধ্যাপক সেই প্রফেসর রায় ছিলেন যথারীতি ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা ও আমার পরম পূজণীয় পিতৃদেব । অ্যান্ড মাই ফাদার ওয়াজ আ ভেরি গুড

কিং ! কেবল একজন ভালো শাসক নন উনি ছিলেন বিদ্যান আর সেইসময় আমার আর কাশেম সোলোমানির লাভচাইল্ড কে পরিত্যাগ না করে গার্বেজ বিনে না ফেলে দিয়ে উনি মানুষ করে রাজপরিবারে বিবাহ দিয়েছিলেন ।

আমি অবশ্যই ছিলাম অনেক সন্তানের মধ্যে ওনার প্রই সন্তান । এই জন্মে উনি বলেন যে আমার মেয়ে আবার আমার কাছে ফিরে এসেছে একজন ভালো লেখিকা হয়ে ও সাধ্বী হয়ে । প্রফেসর রায় অত্যন্ত কোমল মনের মানুষ ও তাঁর পান্ডিত্য  হল তাঁর বিশেষ অলঙ্কার এই জন্মে ।

## মুকুটবিহীন রাজার অঙ্গরাগ ।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজপরিবার ছিলো ধনী ও অত্যন্ত সংস্কৃতি সম্পন্ন ও বিদ্যাধরদের পরিবার । এবং ঐশ্বরিক । যার জ্যোতিতে আজও  রাজমহল দৈব রং  মহল হয়ে উজ্জ্বল আছে ।

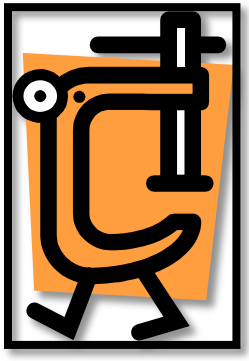

মানুষের দেহ কীভাবে তৈরি হয় ? আধ্যাত্মিক দৃষ্টি থেকে দেখলে দেখা যায় যে ৭ টি চক্র আছে ।

সেই চক্রগুনো এক একটি কাজে সাহায্য করে । এবার যারা তন্ত্রমন্ত্র এসব করে তারা ঐ চক্রগুনোকে আক্রমণ করে । ঐসব স্পন্দন ও ঘূর্ণনকে বদলে দেবার চেষ্টা করে । ব্লক করে দেয় অপ/উপদেবতার শক্তি দিয়ে । মেঘলা নীল অথবা কালো কালো ছায়া ছায়া তরঙ্গ সেখানে সৃষ্টি করে । তাতে কর্ম যা সেই ব্যাক্তির প্রাপ্য তা স্বর্গলোক থেকে মর্ত্যলোকে এসে কেলাসিত হতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় ও জীবনে নেমে আসে সংঘাত ও ক্ষেত্র বিশেষে মৃত্যু অবধি হতে পারে।

আগেই বলেছি আমরা অণু পরমাণু, তরঙ্গ ইত্যাদির সমষ্টি । তাই এগুলোকে আক্রমণ করা কঠিন নয় । দরকারে মানুষের ক্লোন ( মায়াদেহ ) পর্যন্ত সৃষ্টি করা সম্ভব ।

সবই তন্ত্র মতে করা যায় । কাজেই শয়তান লোকেরা এসব করে করে দুনিয়ার ওপরে দখল নিতে চায় ।

অনেক সময় দুষ্টুলোক এসব চক্রগুনোকে শিকল দিয়ে বেঁধে দেয় । তখন জীবনে কোনো প্রগতি হয়না । জীবনে মরা নদীর চরা হয়ে যায় । বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায়না ।

চক্রের সাথে অন্য এন্টিটি জুড়ে দেয় । লোকে ভাবে উন্মাদ হয়ে গেছে কিন্তু একজন মানুষের দ্বৈত সত্ত্বা দেখা যায় কারণ লোকচক্ষুর আড়ালে তারই সাথে আঁঠার মতন আটকে আছে অন্য একটি প্রেতাত্মা ।

বিষয়গুনো জটিল ও গভীর । যা শিক্ষণীয় তাহল যতদিন যাচ্ছে তত এগুলো বেড়ে যাচ্ছে । লোকে সস্তায় সবকিছু

পাবার জন্য অন্য এন্টিটি ডেকে এনে তাদের সমাজের সাথে যুক্ত হয়ে পাশবিক /আসুরিক/দানবিক ইত্যাদি হয়ে উঠছে । কিন্তু এই বিষবৃক্ষ কেটে ফেলতে হবে মানুষকেই । নাহলে সমূহ বিপদ । যেই বিষ ফল তুমি পুঁতেছো তাই আজ তুমি ভক্ষণ করে চলেছো । তাই সমাজ চলেছে নিচের দিকে ।

পরশুরামের কুঠার হোক্ , অর্জুনের গান্ডীব হোক্ কিংবা শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র যাইহোক্ না কেন কিছু একটা নিয়ে এই বিষবৃক্ষ নির্মূল করতে হবে মানুষকেই সমবেত হয়ে । সাহস করে এগিয়ে এসে নাহলে । গাজা , গুজরাত বার বার হবে । কেউ বদলাতে পারবে না ।

নরেন্দ্র মোদি ছিলো এক ভিখারিনীর পুত্র । তাকে পথপাশ থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করে তার চায়ে-ওয়ালার পরিবার মানে মা । ফস্টার মাদার । তাই এত মা মা করতো মোদি । স্ত্রীকে তেমন পাত্তা দিতো না । বাকিটা করে আর এস এস । যে তোমার কেউ নেই তো কি ? দেশ আছে ! দেশ মাতৃকার সেবায় লেগে পড়ো ।

করসেবক থেকে আজ সর্ব্বোচ্চ শিখরে ।

মাঝে ক্যাটালিস্ট হয়ে দেখা দেয় আনন্দী বেন । এখন ভদ্রমহিলা মোদিকে ব্যবহার করেছে না উল্টোটা সেটা এখানে আমাদের জানার দরকার নেই ।

আমরা এতদিন জানতাম আমার মাতা ২০১২ সালে মারা গেছেন ক্যান্সার । কিন্তু উনি নাকি জীবিত ও অধ্যাত্মিক জীবনে পা দিয়ে অজ্ঞাতবাসে আছেন ।

ওনাকে ঠাঁই দিয়েছেন স্বয়ং শ্রীরাম ও ওনার স্টেজ ফোর লাং ক্যান্সার সারিয়ে দিয়েছেন । উনি এখন ভারতের বাইরে আছেন ।

আমি যখন জন্মাই তখন থেকে পারস্যের রাজপরিবার জানতো আমার কথা । আমি একদিন ঐ দেশের রাজবধূ হবো । শুনলেও কেমন বুকে কাম সেপ্টেমবারের বাজনা বাজে , তাইনা ?

এসব কিছুই কিন্তু আমি জানতাম না । এসবই সম্ভব হয়েছে ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাবে । ভগবান আমাকে আমার প্রথম প্রেম ও গতজন্মে যাকে শৈশবে মালাবদল করে চাঁদনী রাতে বিয়ে করেছিলাম সেই শোলাঙ্কি রাজকুমারী ও রাজকুমার বাপ্পাদিত্যের মতন তার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন ।

আমার নিজেকে খুবই ভাগ্যবতী বলে মনে হয় ।

খোলা মনে ঈশ্বরকে ডাকো । তোমাদের সব সব মনোবাসনাও মিটে যাবে । এমন কি এরকম সব মন কেমন করা ইচ্ছে ঘুড়ি গুনো উড়বে তখন খোলা নীলাঞ্জন জগতে ।

ভারতের বর্তমানে যা অবস্থা আর সমগ্র দুনিয়াতে জা চলেছে ধর্ম নিয়ে বা ধর্মকে কেন্দ্র করে করে তাতে ভগবান বিষ্ণু ও কালনেমি দুরাআর কথা বারে বারে মনে পড়ে যায় । কিন্তু সেই যুগে কালনেমি যখন বুঝতে সক্ষম হয় যে লড়াইটা তার হচ্ছে স্বয়ং মদনমোহনের সাথে তখন তাও সে তার হার স্বীকার করে ও পরাজিত হয়ে এই দুনিয়াতে তান্ডব নেত্য বন্ধ করে । এখন ২০২৪ সনে বিটস্ আর বাইটস্ সমাজে মোদিভাই ডবল ইঞ্জিন ও নেতানইয়াহু বেঞ্জামিন কবে সারেন্ডার করে সেটাই দেখার আর ভগবানকে দেখে চিনতে পারে কিনা আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ওয়ালারা আর গালিগালাজ না করে ভদ্রভাবে সেলাম্ ঠোকে কিনা সেটাও একটা দেখার ও আলোচনা করার বিষয় ।

এটাও হতে পারে একটা মেগা ইভেন্ট যেখানে লাগানো সম্ভব আরো কিছু সেল্ফি পয়েন্ট ।

এখনই হয়ে যাক্ তাহলে একটা সেল্ফি , পবন দেবের সাথে !

## ■ অ্যায়সা্ ক্যাম্‌রা বাজা কি সেল্ফি ফাট্ যায়ে !

উই বাবা ! তফাৎ যাও সবাই । হাত জড়ো করো ।
রাম নাম সৎ হ্যায় ।ভগবান বিষ্ণু এলেন বলে !!
কালনেমি ? কোথায় তুই ওহে পাপী ? ওরে দুষ্ট !
দাঁড়া ! তোকে দেখাচ্ছি মজা এবার !
আর মানুষের মাংস খাবি ?

মেয়েদের শুঁকে দেখবি ?
নরবলি দিবি ?
এটসেট্রা এটসেট্রা ???

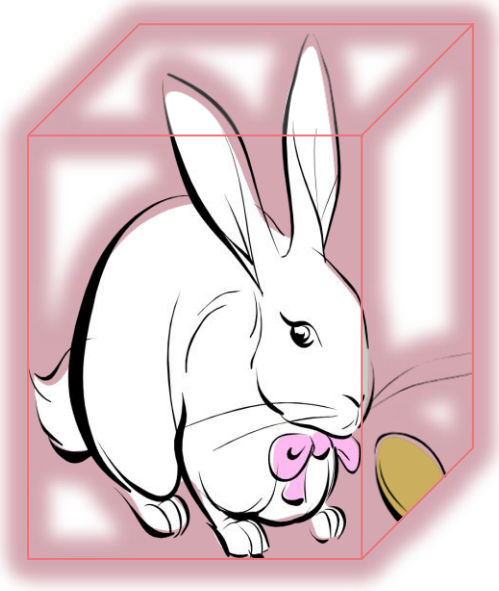

“It was many and many a year ago,
In a kingdom by the sea,
That a maiden there lived whom you may know
By the name of ANNABEL LEE;
And this maiden she lived with no other thought
Than to love and be loved by me.

I was a child and she was a child,
In this kingdom by the sea;
But we loved with a love that was more than love-
I and my Annabel Lee;
With a love that the winged seraphs of heaven
Coveted her and me.

And this was the reason that, long ago,
In this kingdom by the sea,
A wind blew out of a cloud, chilling
My beautiful Annabel Lee;
So that her highborn kinsman came
And bore her away from me,
To shut her up in a sepulchre
In this kingdom by the sea.

The angels, not half so happy in heaven,

Went envying her and me-
Yes!- that was the reason (as all men know,
In this kingdom by the sea)
That the wind came out of the cloud by night,
Chilling and killing my Annabel Lee.

But our love it was stronger by far than the love
Of those who were older than we-
Of many far wiser than we-
And neither the angels in heaven above,
Nor the demons down under the sea,
Can ever dissever my soul from the soul
Of the beautiful Annabel Lee.

For the moon never beams without bringing me dreams
Of the beautiful Annabel Lee;
And the stars never rise but I feel the bright eyes
Of the beautiful Annabel Lee;
And so, all the night-tide, I lie down by the side
Of my darling- my darling- my life and my bride,
In the sepulchre there by the sea,
In her tomb by the sounding sea."

**— Edgar Allen Poe**

# সমাপ্ত